যায়যায়দিন

তারিখ ... ২৭ JAN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ১৩ ... ১ ...

নোবিপ্রবিতে এবার ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ : আহত ১৫

নোয়াখালী প্রতিনিধি

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (নোবিপ্রবি) আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয় গ্রুপের অন্তত ১৫ জন ছাত্রলীগকর্মী আহত হয়েছেন। রোববার দুপুরে বাপ্পি ও মহসিন গ্রুপের মধ্যে এ সংঘর্ষ হয় বলে জানা গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্ররা জানান, দুপুরে অগ্রণী ব্যাংক, বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় ভর্তির টাকা জমা দিতে গিয়ে আগে পরে টাকা জমা নিয়ে দুই ছাত্রের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এ সময় বাপ্পি গ্রুপের এক ছাত্রলীগকর্মী মহসিন গ্রুপের এক কর্মীকে মারধর করেন।

এ নিয়ে দুপুর ২টায় ক্যাম্পাসে দুই গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। পরে বিষয়টি মীমাংসা হয়ে যায়। কিন্তু বিকাল ৩টায় মাজেদ গ্রুপ ও বাপ্পি গ্রুপ একত্রিত হয়ে আবদুস সালাম হলের সামনে আবারো মহসিন গ্রুপের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

এ সময় দেশীয় অস্ত্র নিয়ে উভয় গ্রুপ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লে সিনহা, বায়াজিদ, মাজেদ, অন্তরসহ অন্তত ১৫ জন আহত হন। এতে ৫-৬ জনের মাথা ফেটে যায়। আহতদের নায়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। খবর পেয়ে সুধারাম মডেল থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এ বিষয়ে আবদুল হামিদ বাপ্পি জানান, মহসিন গ্রুপের এক কর্মী টাকা জমা দিতে গিয়ে তার গ্রুপের এক কর্মীর সঙ্গে বোঝাবুঝি করেন। এ নিয়ে কথা বলতে গেলে মহসিন গ্রুপ তার গ্রুপের অন্তত ১০ জনকে আহত করে। তিনি অভিযোগ করেন, মহসিন গ্রুপের সঙ্গে ছাত্রদল ও শিবিরের ছেলেরা এসব করেছে।

মহসিন জানান, টাকা জমা নিয়ে বাপ্পির এক কর্মী তার এক কর্মীকে মারধরের কারণে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। তিনি অভিযোগ করেন, সংঘর্ষ : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

উপাচার্যের মদদে ক্যাম্পাস অস্থিতিশীল হচ্ছে। এ ঘটনার পরপরই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন করেছে।

এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত উভয় গ্রুপ ক্যাম্পাসে অবস্থান করছিল।

উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ক্যাম্পাসে ২০২০ সাল পর্যন্ত ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করলেও ছাত্ররা প্রকাশ্যে রাজনীতি করে আসছেন।